তারিখ ... 29 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ...১৯... কলাম ...৫...

সমকাল

আলোচনা সভায় বক্তারা

শিক্ষা খাতে চলছে বাণিজ্যিকীকরণ

■ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

দেশের অন্যান্য খাতের মতো শিক্ষাতেও বাণিজ্যিকীকরণ চলছে। সঙ্গে চলছে সাম্প্রদায়িকীকরণও। বছরের পর বছর আমরা বলে আসছি শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি হওয়া প্রয়োজন; কিন্তু সমাজের অন্যান্য খাতে যদি পরিবর্তন না হয় তাহলে শুধু শিক্ষা খাতেও পরিবর্তন আসবে না। তাই শিক্ষা খাতে পরিবর্তন আনতে ব্যাপকভাবে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক বিপ্লব দরকার।

গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর, সি মজুমদার মিলনায়তনে 'জাতীয় বাজেটে শিক্ষা ভাবনা ও বিকল্প শিক্ষা বাজেট প্রস্তাবনা' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। সভাটির আয়োজন করে 'শিক্ষা বাঁচাও আন্দোলন'। সভায় শিক্ষাবিদ ড. অজয় রায় বলেন, 'দেশের আলিয়া মাদ্রাসার ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকলেও কওমি মাদ্রাসার ওপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। কওমি মাদ্রাসা সরকার প্রণীত সিলেবাস বা সরকারের কাছ থেকে কোনো অর্থ গ্রহণ করে ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৫

শিক্ষা খাতে চলছে

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

না। কওমি মাদ্রাসায় দেশের কোনো রাষ্ট্রীয় উৎসব পালন করা হয় না। এমনকি রাষ্ট্রীয় পতাকাও উত্তোলন করা হয় না।' কওমি মাদ্রাসা থেকে ভালো কোনো আলেম, মুসলিম চিন্তাবিদ বা জাতীয় পর্যায়ের কোনো অর্থনীতিবিদ, দার্শনিক বা শিক্ষাবিদ বেরিয়ে এসেছে এমন কোনো উদাহরণও খুঁজে পাওয়া যায় না বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, 'শিক্ষানীতি চাই সমাজতন্ত্রের কারিগর হিসেবে। এই দর্শনকে ধারণ করে শিক্ষাব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন নিয়ে আসতে হবে।'

সভায় আরও বক্তব্য রাখেন ঢাবি অধ্যাপক এম এম আকাশ, আজিজুর রহমান, শিক্ষাবার্তার সম্পাদক এ এন রাশেদা, শিশু শিক্ষা আন্দোলনের সমন্বয়ক রাখাল রাহা, ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি লাকী আক্তার প্রমুখ।